নাগপুরে আরএসএসের ইভেন্টে যোগ দেওয়ায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে আক্রমণ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৮ জুন : প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) ইভেন্টে যোগ দিয়ে দীর্ঘ ভাষণ দেওয়ায় প্রবল ক্ষুব্ধ কংগ্রেস। দলীয় নেতাদের মুখে সেই ক্ষোভের প্রতিফলন শোনা গিয়েছে শুক্রবারও। স্বয়ং দলনেত্রী সোনিয়া গান্ধি ক্ষুব্ধ প্রণবের উপর।

প্রণবকন্যা শর্মিষ্ঠা এদিনও বাবার বক্তব্য ট্যুইটারের মাধ্যমে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা মণীশ তিওয়ারি যা করেছেন, তা প্রায় নজিরবিহীন। তিনি সরাসরি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির দিকে বন্দুকটি তাক করে জানতে চেয়েছেন, কেন নাগপুরের ইভেন্টকেই বহুত্ববাদ ও সহিষ্ণুতার কথা বলার জন্য বেছে নিলেন তাদের প্রণবদা।

তিওয়ারি ট্যুইট করে জানতে চেয়েছেন, কেন তিনি নাগপুরে আরএসএসের সদর দফতরে অনুষ্ঠানে যাওয়া এবং সেখানে জাতীয়তাবাদ নিয়ে বক্তব্য রাখার বিষয়টি পছন্দ করলেন। জাতীয়তাবাদের আঁতুড়ঘরে বসেই কেন তিনি তাদের জাতীয়তাবাদের সবক শেখাতে গেলেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিওয়ারি। তিওয়ারির দাবি, ১৯৭৫ ও ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার আরএসএসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। সেই সরকারের অন্যতম অংশ ছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি নিজেও। তিওয়ারি প্রশ্ন তুলেছেন, তিনি কি একবারও ভাবলেন না, আরএসএসের যেসব খারাপ দিকগুলি তিনি তুলে ধরতেন, তাদের সঙ্গেই অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন তিনি। প্রসঙ্গত, প্রণবকন্যা শর্মিষ্ঠাও বুধবার ট্যুইটারে বাবাকে এই অনুষ্ঠানে না যাওয়ার জন্য পরোক্ষে অনুরোধ করেছিলেন। এদিনও তিনি বাবার মতামতকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছেন।

প্রসঙ্গত, মণীশ তিওয়ারি এমন সময়ে প্রণবকে আক্রমণ করলেন যখন নাগপুরে তাঁর ভাষণ নিয়ে কংগ্রেসে রীতিমতো জয়োল্লাস চলছে। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও একসময় দলের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির সতীর্থ পি চিদম্বরম এর আগে প্রণববাবুকে আরএসএসের ইভেন্টে যোগ দিতে নিষেধ করেননি, কিন্তু অনুরোধ করেছিলেন আরএসএসের ইভেন্টে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রণববাবু যেন কংগ্রেসের আদর্শের কথা বলে আসেন। বৃহস্পতিবার ভাষণ শেষে চিদম্বরম ট্যুইট করে বলেছেন, তিনি খুশি যে প্রণব মুখার্জি কংগ্রেসের আদর্শের কথা আরএসএসের সদর দফতরে বসে পবিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন। আরএসএসের তত্ত্বে কী কী ভুল আছে, সেকথাও বলেছেন। চিদম্বরমের পাশাপাশি কংগ্রেসের অন্য দুই সিনিয়র নেতা আনন্দ শর্মা এবং রণদীপ সুরজওয়ালাও মুখার্জির ভাষণ নিয়ে সরব হয়েছেন। সংঘ শিক্ষাবর্গ অনুষ্ঠানে আরএসএসের আমন্ত্রণে যান প্রণববাবু। সেখানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'বহুত্ববাদ ও সহিষ্ণুতাকে আমরা মর্যাদা দিই। কংগ্রেসের আনন্দ শর্মা এবং রণদীপ সুরজওয়ালা এই ভাষণের জন্য সরব হয়েছেন। প্রণববাবু আরএসএসের ইভেন্টে যোগ দেওয়ায় অধিকাংশ কংগ্রেস নেতাই ক্ষুব্ধ। অন্যদের সঙ্গে তাঁরাও প্রশ্ন তুলেছেন, প্রণববাবুর আরএসএসের ইভেন্টে যোগ দেওয়ার পিছনে কী উদ্দেশ্য রয়েছে?

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বৃহস্পতিবার আরএসএসের ইভেন্টে বলেছেন, 'আমরা বহুত্ববাদকে সম্মান জানাই। তাকে আমরা গ্রহণ করেছি। বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্যের সন্ধান পাই আমরা। আমাদের জাতীয় পরিচয় তৈরি হয়েছে দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নানা সংস্কৃতি ও বিশ্বাস এবং সহিষ্ণুতার মেলবন্ধন ঘটেছে ভারতের মাটিতে। জাতীয়তাবাদ এখানে একজনের পরিচয়। আমরা যে এক জাতি, এক প্রাণ ভারতের মানুষকে সেকথা শেখানো হয়। আমরা আমাদের শক্তি খুঁজে পাই সহিষ্ণুতা থেকে। বহুত্ববাদকে আমরা মর্যাদা দিই। বৈচিত্র্যকে আমরা সম্মান জানাই। আমাদের জাতীয় পরিচয়ের মধ্যে অসহিষ্ণুতা শব্দটি নেই। কেউ যদি ধর্ম বা অসহিষ্ণুতার মধ্যে দিয়ে দেশ ও জাতিকে ভাগ করার চেষ্টা করেন তিনি আমাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করবেন।'

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বার বার সহিষ্ণুতা বা বহুত্ববাদের কথা বললেও কংগ্রেস নেতারা অধিকাংশই তার তীব্র সমালোচনা করেছেন নাগপুরের ইভেন্টে যোগ দিয়ে তিনি এই মন্তব্য করায়। যেমন কংগ্রেস সভাপতি অজিত চৌধুরি একসময়ে তাঁর প্রিয় প্রণবদা'র বড় ভক্ত হলেও আরএসএসের মঞ্চে গিয়ে তাদের ভাষণ দেওয়ার বিষয়টি মেনে নিতে পারেননি। তিনিও তীব্র সমালোচনা করেছেন আরএসএসের দফতরে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির যাওয়ার জন্য। কার্যত কংগ্রেস নেতারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না তাঁর এই যাওয়াকে।

তিরুমালা মন্দির অধিগ্রহণের জন্য কেন্দ্র ষড়যন্ত্র করছে : চন্দ্রবাবু

নয়াদিল্লি/হায়দরাবাদ, ৮ জুন : তিরুমালা মন্দির অধিগ্রহণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ষড়যন্ত্র করছে বলে অভিযোগ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। চিত্তুরে একটি জনসমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে নাইডু দাবি করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই মন্দিরটির পরিচালন ব্যবস্থায় নাক গলাতে চাইছে বহুদিন ধরেই। যদিও তাদের সেই পরিকল্পনা এতদিন সফল হয়নি। চন্দ্রবাবু দাবি করেছেন, তিনি যতদিন ক্ষমতায় থাকবেন, ততদিন তিরুমালা মন্দিরের বিরুদ্ধে কোনওরকম ষড়যন্ত্র সফল হতে দেবেন না। প্রসঙ্গত, নাইডুর তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি) ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে গত কয়েকমাস ধরেই অন্ধ্রপ্রদেশকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়ার দাবিতে তিক্ততা চলছে। এমনকি এই ইস্যুতে নাইডু এনডিএ থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য বিরোধী দলগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। বৃহস্পতিবার তিনি ফের ইস্যুটি তোলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি দিল্লি গিয়ে রাজ্যের উন্নতির জন্য স্পেশাল স্টেটাস ও অর্থ দাবি করেন। কিন্তু কেন্দ্র তা দিতে রাজি হয়নি। উল্লেখ্য, এনডিএ ছাড়ার পর ইদানিং কংগ্রেস ও আপের মতো দলগুলির মাখামাখি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কর্নাটকে কুমারস্বামীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনিও ছিলেন অন্যতম ভিআইপি।

লখনউয়ের বড়া ইমামবাড়ায় শেষ জুম্মাবারের আলবিদা নমাজে অংশ নিয়েছেন ধর্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ।

প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করে দেশের ঐক্য নষ্ট করতে চায় জামাত

নয়াদিল্লি, ৮ জুন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যা করে দেশের ঐক্য নষ্ট করতে চায় নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামাত-উদ-দোয়ার সদস্যরা। ২০০৮ সালে এই জামাতই মুম্বইয়ে ধারাবাহিক জঙ্গি আক্রমণ চালিয়েছিল। সেই আক্রমণের ষড়যন্ত্র করেছিল দলের মূল চক্রী হাফিজ সইদ। ভারতে বিভিন্ন ঘটনায় জড়িত জামাত। শুক্রবার তারা ফের প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার হুমকি দিল। জেইউডি-র সক্রিয় সদস্য মৌলানা বসির আহমেদ খাকি শুক্রবার এক সমাবেশ থেকে রীতিমতো হুমকি দিয়ে বলেছেন, ভারত ও আমেরিকায় ইসলামের পতাকা তুলতে চান তাঁরা। পরিকল্পনা রয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যারও। শুধু ভারত নয়, ইজরায়েল ও আমেরিকার নামও করেছে তারা।

জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভাণ্ডারের চাবি হারানোর তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন বিজেপির

ভুবনেশ্বর/পুরী, ৮ জুন : পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভাণ্ডারের চাবি হারানো নিয়ে বিতর্ক এখন তুঙ্গে। তবে চাবি হারানোর খবর প্রকাশের পরই বিজেপি এ নিয়ে তুমুল হইচই শুরু করে। ফলে মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক দ্রুত তদন্ত কমিটি গড়ে দেন। কিন্তু বিজেপি নেতা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান শুক্রবার ফের প্রশ্ন তুলেছেন এই তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের কাছে বিষয়টি জানতে চেয়ে ট্যুইটও করেছেন তিনি। ট্যুইট করে প্রধান বলেছেন, রত্নভাণ্ডারের হারানো চাবি খুঁজে দিতে মুখ্যমন্ত্রী তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁর প্রশ্ন, তদন্ত কমিশনের হাতে কোনও যাদুদণ্ড আছে কি না। ওড়িশার মানুষকে নিছক বোকা বানানোর জন্য যে এই কমিশন তৈরি হয়েছে সেই অভিযোগও করেছেন প্রধান। ইতিমধ্যে চাবি হারানো রহস্যে আরও কিছু বিষয় যোগ হয়েছে, যেমন পুরীর রাজা গণপতি দিব্যসিংহ দেব এই চাবি হারানো কাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই বলে দাবি করেছেন। প্রসঙ্গত, রত্নভাণ্ডারের চাবি যে তিনজনের কাছে থাকে, তাঁদের একজন হলেন পুরীর রাজা স্বয়ং। ১৯৬০ সালের আগে গণপতি ছিলেন মন্দিরের 'রাজা সুপারিন্টেন্ডেন্ট' অর্থাৎ তিনি ছিলেন মন্দির বিষয়ক প্রশাসনিক কাজের ভারপ্রাপ্ত। রত্নভাণ্ডারের চাবি এবং তার সুরক্ষা নিয়ে রাজাই পুরোপুরি দায়ী থাকতেন। কিন্তু ১৯৬০ সালে পাস হয় জগন্নাথ মন্দির অ্যাক্ট। এই আইনে রাজার পরিবর্তে রাজ্য সরকারই হয় মন্দিরের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তখন থেকে রত্নভাণ্ডারের সুরক্ষার জন্য চাবি চলে যায় রাজ্য সরকারের কাছে বলেও রাজা দাবি করেছেন। এদিকে রত্নভাণ্ডারের চাবি হারানোর খবরটিও প্রতিদিন নানা গুজবের জন্ম দিচ্ছে। দু'মাস আগেই ঘটনাটি ঘটা সত্ত্বেও কেন তা প্রকাশ করা হল না জানতে চাওয়া হচ্ছে।

কানপুরের সরকারি হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টায় ৫ রোগীর মৃত্যু, দায়ী বন্ধ এসি প্ল্যান্ট

কানপুর, ৮ জুন : উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সময় মোটেই ভাল যাচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই গোরক্ষপুরের ডিআরডি মেডিক্যাল কলেজে অসংখ্য শিশুর মৃত্যু হয়। সে সময় অভিযোগ উঠেছিল অক্সিজেন সিলিন্ডারের অভাবেই প্রয়োজনের সময় তারা অক্সিজেন পায়নি। এবার কানপুরের সরকারি হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫ রোগীর মৃত্যু হল। মৃত রোগীদের আত্মীয়স্বজন অভিযোগ করেছেন, আইসিইউ-তে এসি প্ল্যান্ট ঠিকঠাক কাজ না করার জন্য মৃত্যু হয়েছে তাদের।

তাদের আরও অভিযোগ, লালা লাজপত রায় সরকারি হাসপাতালের এসি প্ল্যান্ট অকেজো হয়ে রয়েছে। অথচ কর্তৃপক্ষের এ নিয়ে কোনও হেলদোল নেই। আইসিইউ-এর ইনচার্জ সৌরভ আগরওয়ালও স্বীকার করে নিয়েছেন, এসি মেশিনগুলি দীর্ঘদিন ধরে ঠিকঠাক কাজ করছে না। তবে এসি মেশিন বন্ধ থাকার কারণেই যে একদিনে একসঙ্গে এতগুলি রোগীর মৃত্যু হয়েছে তা অস্বীকার করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, আইসিইউতে সাধারণত সিরিয়াস অবস্থা হলেই রোগীদের পাঠানো হয়। স্বাভাবিক কারণেই তাদের মৃত্যু হয়েছে।

উত্তর প্রদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। বিশেষ করে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ এখন তুঙ্গে। গোরক্ষপুর দীর্ঘদিন ছিল মুখ্যমন্ত্রীর নিজের সংসদীয় কেন্দ্র। ওই শহরের বিআরডি মেডিক্যাল কলেজে অক্সিজেন সিলিন্ডারের অভাবে টনক নড়েছিল প্রশাসনের। কিন্তু তারপরেও যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিতে প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে, তেমনটি বলা যাচ্ছে না বলে দাবি করেছে বিরোধীরা। কারণ লালা লাজপত রায় হাসপাতালের মতো সরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে এসি

[redacted]

NOTICE INVITING TENDER

No. Tend-Press-DB/CD/CN/2018-19/986 **Car Nicobar, dated 07th June, 2018**

The Executive Engineer, Construction Division, APWD, Car Nicobar invites on behalf of the President of India, sealed item rate tenders (in form C.P.W.D-8) from approved and eligible experienced Contractors of appropriate class of APWD for the following works:-

1. (NIT No. 33/EE/DB/CD/CN/17-18)
Repair and modification of pig shed at CLF Arong, Car Nicobar.
SW: - Repair and modification of pig shed including profile sheet walling for generator shed at CLF Arong. **(Re-call)**
E.C.P.T.: ₹.12,98,683/-, EMD: ₹. 25,974/- & Time of Completion: 04 (Four) Months.
Unique No.52009
2. (NIT No. 03/EE/DB/CD/CN/18-19)
Renovation of Block Development Officer's Quarter at Car Nicobar including IEI.
SW:- Renovation of Block Development Officer's Quarter at Car Nicobar.
E.C.P.T.: ₹. 25,50,796/-, EMD: ₹. 49,016/- & Time of Completion: 05 (Five) Months.
Unique No.52010

The tender forms and other details can be obtained from the office of the
Executive Engineer on payment of **₹.500/-**. The last date of receipt of application to purchase tender form will be **26/06/2018** up to **04:00 PM.** Other detail/ information
can be seen on website **www.andaman.gov.in.**

2424/18

Executive Engineer
CD, APWD, Car Nicobar

সিকিমে ধস, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

রংপো (সিকিম), ৮ জুন : প্রবল বৃষ্টির জেরে ধস নামল সিকিমের জাতীয় সড়কে। ফলে সিকিমের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আবহাওয়া দফতর আগেই জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গে শুরু হয়ে গেছে বর্ষা। এছাড়া আগে থেকেই চলছে প্রাক্-বর্ষার বৃষ্টি। শুক্রবার সকালে প্রবল বৃষ্টির কারণেই ধস নামে সিকিমের রংপোর কাছে ভোটেভির এলাকায়। ফলে বন্ধ হয়ে যায় রাস্তা। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধস নামার কারণে বন্ধ হয়েছে যান চলাচল। রাস্তা বন্ধ থাকায় আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক। প্রশাসনিক কর্তারা জানিয়েছেন, ধস নামায় রাস্তার ওপর পড়ে রয়েছে বড় বড় পাথর। রাস্তা সারানোর কাজ শুরু করেছে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন। তবে সিকিম থেকে পাথর সরানোর কর্মীরা এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত বন্ধ থাকবে জাতীয় সড়ক।

Unique No: 52000, 52001 & 52002

TENDER NOTICE

The Executive Engineer -II(Works), Municipal Council on behalf of the Chairperson, Port Blair Municipal Council, invites sealed item rate tender (in form C.P.W.D-8) from bonafied and experienced contractors of appropriate class of C.P.W.D.,A.P.W.D., M.E.S., A.L.H.W., and P & T for the under mentioned work.

Sl .No.	Name of Work	Estimated Cost put to Tender	Cost of Tender Documents	Earnest Money	Time of Completion
1.	*Construction of Anganwadi Centre building besides Ram Mandir at Old Pahargaon (Ward No.16)* ***Unique No: 52000***	₹ 2,775,152.00	₹ 500.00	₹55,503.00	10 Months
2.	*Construction of CC Road along with drain and covering slab from Carbyn's Tower to Shri. Ganguly's house at Bargath Lince in Ward No.12* ***Unique No: 52001***	₹ 1,005,611.00	₹ 500.00	₹20,112.00	03 Months
3.	*Renovation of Drain, Providing of covering Slab M.S Frill Starting from Premises of Lord Radha Krishna Temple to Ground at Junglighat in Ward No.9* ***Unique No: 52002***	₹ 566,714.00	₹ 500.00	₹11,334.00	03 Months

Last date of receipt of Application	**25-06-2018 upto 5.00 PM**
Last date of Sale of Tender	**27-06-2018 upto 4.00 PM**
Time and date of receipt of Tender	**29-06-2018 upto 3.00 PM**
Time and Date of Opening of Tenders	**29-06-2018 at 03.30 PM**

The enlistment of Contractors should be valid on the last date of sale of tenders. In case only the last date of sale of tender is extended, the enlistment of contractor should be valid on the original date of sale of tenders. In case both the last date of receipt of application and sale of tenders are extended, the enlistment of contractor should be valid on either of the dates i.e. original date of sale of tenders or on the extended, the enlistment of contractor should be valid on date of sale tenders. In case both the last date of receipt of application and sale of tenders are extended, the enlistment of contractors should be valid on eaither of the dates i.e. original date of sale of tenders.

Tender documents consisting of plans, sepcifications, the scheule of quantities of the various classes of work to be done and the set of terms & conditions of contract to be compiled with by the contractor whose tender may be done and the set of terms & conditions of contract to be compiled with by the contractor whose tender may be accepted and other necessary documents can be seen in the office of the Executive Engineer-II(Works), Municipal Council, between 11.00 am to 04.00 PM every day except on Saturday, Sunday and public Holidays.

Tender documents, excluding standard from, will be issued from the office of the Executive Engineer-II (Works),PBMC during the hours specified above, on payment and submission of the following.
1) ₹ 500.00/-(Rupees: Five Hundred Only) in cash as cost of tender document.
2) Attested copy of Pan Card (Legible) for the verification of signature Propeietor of the firm/Contractor is to be enclosed with application.
3) Attested copy of enlistment of contractor.
4) Attested copy of GST Registration Certificate.
5) Contractor/Authorised representative of the contractor should be at the time of opening tender with proper authorization letter.

The tender and earnest money shall be placed in seperate sealed envelpes each Marked 'Tender and Earnest Money' respectively and submitted together in another sealed envelopes.

The Executive Engineer-II (Works), Municipal Council, Port Blair reserves the right to accept or reject any or all the tenders without assiging any reason thereof and also does not bind himself accept the lowest tender.

2415/18

Executive Engineer-I (Works)
Municipal Council
11-24/EE-II/Wks/MC/2018-19/33 dated 7/6/18